দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 0 1 JUL 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম 6 ...

15

শিক্ষাঙ্গনে আগ্রাসন ঃ আমাদের দেশের শিশুরা কি শিখছে

।। জাকারিয়া কাজল ।।

যারা ইংরেজ আমলে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের আগে শিশু-কিশোর ছিলেন তাদের এক ধরনের পাঠ্য পুস্তক পাঠ করতে হত। তখন শিশুদের অধিকাংশে বর্ণ পরিচয় বা প্রথম পাঠে ১ এ চন্দ্র, ২ এ পক্ষ, ৩ এ নেত্র, ৪ এ চতুর্বেদ, ৫ এ পঞ্চবান এভাবেই লেখাপড়া শিখতে হত। এর কোন বিকল্প ছিল না। বাংলা-ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশের এ অঞ্চলে অর্থাৎ বাংলা ও আসামে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি বিশেষ ধারা আছে। এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে তাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ বিষয়টিতে মুসলিম সমাজে নিড়তে গুরুত্বারোপ করা হলেও বা লালিত হলেও শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতির অঙ্গনে তার তেমন কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যেত না।

যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে পাঠ্যপুস্তক রচনায় মুসলিম লেখকদের তেমন অগ্রণী হতে দেখা যায়নি। বিশেষ করে, শিশু পাঠ্যের ক্ষেত্রে তারা একেবারেই নিষ্ক্রিয় ছিলেন। বিভাগ-পূর্বকালে শিক্ষাঙ্গন মূলত অমুসলিমদেরই দখলে ছিল এবং তারা তাদের মত করেই পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন। দেশ বিভাগোত্তরকালে এ বিষয়ে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লেখকদের মধ্যে ধীরে ধীরে চেতনা আসে এবং তারা মুসলিম শিশুদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক ও শিশুপাঠ্য রচনায় হাত দেন। স্বাধীন বাংলাদেশেও এই প্রক্রিয়া এবং প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশে সব ধর্ম, বর্ণ ও গোষ্ঠীর লোক তাদের নিজস্ব বিশ্বাস ও সংস্কৃতি নিয়ে মুক্তভাবে জীবন যাপন করবেন—এটাই ঘোষিত নীতি। তেমনিভাবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী অর্থাৎ মুসলিম সমাজের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি যে সব ক্ষেত্রেই গুরুত্ব পাবে এটা খুবই স্বাভাবিক, ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক। কারণ, এ দেশের শতকরা ৯০ জন অধিবাসী মুসলমান।

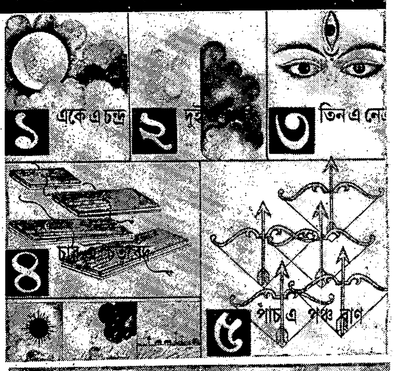

এ উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের অবসানের পর থেকে মুসলমানদের সামাজিকভাবে কোণঠাসা করার যেমন চেষ্টা চলেছে যুগ-যুগান্তর ধরে তেমনি শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করারও চেষ্টা চলেছে। সে চেষ্টা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

স্বাধীন বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে মুসলিম পুনর্জাগরণের একটি আন্দোলন সূচিত হয়েছে। এই আন্দোলনের মাথায় আঘাত হানার জন্য এর বিরোধীরা খুবই তৎপর। এ লক্ষণ স্পষ্ট এবং আশঙ্কাজনক। বিচ্ছিন্নভাবে এ সম্পর্কে

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 0 1 JUL 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম 6 ...

শিক্ষাঙ্গনে আগ্রাসন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কিছু বলা হলেও, কিছু বক্তৃতা-বিবৃতি দেয়া হলেও আসল কাজ কিছুই করা হচ্ছে না। সরকার এ ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় আছেন বলা চলে।

ইসলামী ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সামগ্রিকভাবে ইসলামী শিক্ষা কি তা ব্যাখ্যা করার সম্ভবত প্রয়োজন নেই। একজন মুসলমান জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেভাবে জীবন যাপন করেন তা-ই তাঁর সংস্কৃতি। এর সাথে তার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ধর্মীয় মূল্যবোধ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

সাম্প্রতিককালে ঢাকার বাজার কোলকাতার পাঠ্যপুস্তকে ছেয়ে গেছে। সুকুমার সাহিত্য পাঠে কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। শুধু কোলকাতা বা ভারত নয় পৃথিবীর যে কোন দেশের সুকুমার সাহিত্যের সাথে যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন। তা না হলে সাহিত্য চর্চা ব্যাহত হবে, সাহিত্যের অগ্রগতি হবে না। শিল্প ও সাংস্কৃতির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে, চোরা পথে যাতে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর চিন্তা-চেতনা বা কিছু অনুপ্রবেশ না করে সে দিকেও অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, শিল্প-সাহিত্যের চর্চা মানুষের কল্যাণের জন্য এবং এ দেশের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ মুসলমান।

শিশু পাঠ্যের বিষয়টি আরো গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর। শিশুমনে তাদের জীবনের প্রথম পাঠের যে ছাপ পড়ে তার প্রভাব অপরিসীম। একটি মুসলিম শিশু তিন নেত্র কি তা বোঝে না, চতুর্বেদ-এর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই, পঞ্চবানের বিষয় সম্পর্কেও সে অবহিত নয়। একটি সমাজের পৌরাণিক ও ধর্মীয় কাহিনীর সাথে এর সম্পর্ক। ঠিক তেমনিভাবে শিবের গাজন, 'ঠাকমা বা গয়া কাশী' বিষয়গুলোর সাথেও বাংলাদেশের মুসলিম শিশুরা মোটেই পরিচিত নয়। তাদের জন্য এমন শিক্ষা প্রয়োজন যার সাথে তাদের ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মিল রয়েছে।

অতিসম্প্রতি বাংলাদেশের বাজারে এমন সব ভারতে মুদ্রিত শিশুপাঠ্য পুস্তক বিক্রি হচ্ছে যা এদেশের মুসলিম শিশুদের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক পটভূমির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। "পিংকীর ছড়া" নামে নারায়ণ পুস্তকালয় ৩/২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা ৭৩ হতে প্রকাশিত একটি শিশুপাঠ্য ছড়ার বইতে ছাপা একটি ছড়া হলো ঃ

"আমরা দু'টি ভাই/ শিবের গাজন গাই/ ঠাকমা গেছে গয়া কাশী/ ডুগডুগী বাজাই।"

ভারতের এডুকেশনাল পাবলিশার্স, কলকাতা ৭০০০০৯ কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্রাফিক অফসেট প্রেস (প্রাঃ) লিঃ কলকাতা ৭০০০১৪ কর্তৃক মুদ্রিত ছোটদের ধারাপাত বইতে লেখা ৩ এ নেত্র, ৪ এ চতুর্বেদ, ৫ এ পঞ্চবান, ৮ এ অষ্টবসু। এসব বই ঢাকার বাজারে অবাধে বিক্রি হচ্ছে। শিশুপাঠ্য এসব বই পড়ে এদেশের শিশুদের মনে যদি জীবনের এই প্রথম লগ্নেই "শিবের গাজন" বা "তিন নেত্র" এর প্রভাব পড়ে তা সঙ্গতকারণেই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পটভূমির জন্য ক্ষতিকর।

বাংলাদেশে বর্তমানে এ দেশের শিশুদের উপযোগী প্রচুর পাঠ্যপুস্তক রয়েছে। বর্ণ পরিচয়, ধারাপাত ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের প্রকাশনা শিল্প যেমন সমৃদ্ধ তেমনি উন্নতমানসম্পন্ন। এরপরও দেশীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং ধর্মীয় অনুভূতির পরিপন্থী শিশুপাঠ্য বই এদেশে কিভাবে আসে, কারা এর আমদানীকারক, কিভাবে বিক্রি হয়, কারা এর বাজারজাত করে—এ বিষয়ে অতিগুরুত্বের সাথে দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন। এসব অনাকাঙ্ক্ষিত বই-এর অনুপ্রবেশ একদিকে যেমন আমাদের সদ্যোজন্ম প্রকাশনা শিল্পের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তেমনি শিশুদের মনন ও মানসিকতায়ও বিরূপ প্রভাব ফেলছে।